

ত্রিপুরা সরকার  
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

\*\*\*\*\*

স-৪৫৬৬

উদয়পুর, ২ জানুয়ারি, ২০২৬

রমেশ স্কুলের প্লাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন

রাজ্যে আধুনিক শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে : মুখ্যমন্ত্রী

বর্তমান সময়ে ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ করে না দিতে পারলে তারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় পিছিয়ে পড়তে পারে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য রাজ্যে আধুনিক শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই গুণগত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে। আজ উদয়পুরের রমেশ ইংরেজি মাধ্যম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। ৪ দিন ব্যাপী প্লাটিনাম জুবিলি উৎসব উদ্বোধনের আগে অতিথিগণ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং প্রথম প্রধান শিক্ষক প্রয়াত ধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্তের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বনেদি স্কুলগুলির মধ্যে অন্যতম হলো উদয়পুরের রমেশ ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় থেকে পাশ করা বহু ছাত্রছাত্রী আজ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, লেখক, কবি, বিধায়ক এমনকি মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও। তিনি বলেন, ১৯৫১ সালের ২ জানুয়ারি রমেশ চন্দ্র দত্তের উদ্যোগে এবং তাঁর পুত্র বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্তের গুরুত্বপূর্ণ অবদানে এই প্রতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। রমেশ চন্দ্র দত্ত ও তাঁর পুত্রের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘ আন্দোলনের ফলেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে বিদ্যালয়টি বাংলা মাধ্যমে পরিচালিত হলেও বর্তমানে তা ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়টির পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন পাকাবাড়ি নির্মাণের জন্য ৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার সুযোগ বাড়াতে একটি সিস্টেমিক টার্ফ ফুটবল মাঠ নির্মাণের জন্য ৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা মণ্ডের করা হয়েছে। তিনি জানান, ত্রিপুরায় একাধিক বোর্ড চালু থাকলেও প্রত্যেক বোর্ডের পাঠ্যক্রম ভিন্ন। তবে সি.বি.এস.ই. বোর্ডে একটি অভিন্ন ক্যারিকুলাম অনুসরণ করা হয় এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ১৯৭৬ সালে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠন করা হয়। তার আগে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত রাজ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড কার্যকর ছিল। সেই সময় রাজ্যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভর করতে হতো। বর্তমানে ত্রিপুরায় একাধিক বোর্ডের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন। তিনি রমেশ ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, উদয়পুরের রমেশ ইংরেজি মাধ্যম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে শিক্ষা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা হয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে পথ দেখিয়ে চলেছে। বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত চারদিনব্যাপী প্লাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের তিনি সাফল্য কামনা করেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিস্কু লাথের, পুলিশ সুপার ডা. কিরণ কুমার কে. প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রদীপ চক্রবর্তী এবং সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার।

\*\*\*\*\*